بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ মার্চ, ২০২৫ মোতাবেক ১৪ আমান, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আমরা রমযানের দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করছি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সাথে রমযানের এক বিশেষ সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। একটি বিশেষ সম্বন্ধ বর্ণনা করে বলেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ (সূরা বাকারা: ১৮৬)

অর্থাৎ, এই রমযান মাস, যাতে মানুষের জন্য এক মহান হিদায়াতরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে; এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সহ যাতে হিদায়াতের বিশদ বিবরণ আর সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যসূচক বিষয়াদি রয়েছে।

তাই এ মাসে পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে ইমাম নিযুক্ত করেছেন। মহানবী (সা.) বিশেষভাবে এর প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন যে, পবিত্র কুরআন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পাঠ করো। বছর জুড়ে পবিত্র কুরআনের যতটুকু অংশ অবতীর্ণ হতো তা হযরত জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে দিয়ে একবার পুনরাবৃত্তি করাতেন আর তাঁর (সা.) জীবনের শেষ বছরে এটি দু-বার সম্পন্ন হয়েছিল। কাজেই, পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব এবং রমযানের সাথে এর যে সম্পর্ক বেশি। অতএব, এ বিষয়টি সর্বদা মনে উচিত এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করা, শ্রবণ করা এবং দরস ইত্যাদিতে যোগদানের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের এখানে বিভিন্ন মসজিদে পবিত্র কুরআনের দরস ও তারাবির আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এমটিএ'তেও প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত সম্প্রচার করা হয়– তাও শোনা উচিত। তবে, এথেকে তখনই কল্যাণ লাভ করা সম্ভব এবং তখনই এথেকে উপকৃত হওয়া যাবে যখন তা শোনার পর আমরা এর ওপর আমল করার চেষ্টা করব। অনেক মানুষ আছে, যারা আরবী ভাষা জানে না, পবিত্র কুরআন যথাযথভাবে বুঝতে পারে না, সেক্ষেত্রে এর বিভিন্ন (ভাষায়) অনুবাদ রয়েছে। (কুরআন) তিলাওয়াতের সাথে সাথে এর অনুবাদও পাঠ করা উচিত। দরসের সময় আমাদের অভিনিবেশ করা উচিত। খলীফাগণ (বিভিন্ন সময়) যা বর্ণনা করছেন, তাঁদের বিভিন্ন খুতবা রয়েছে; এছাড়া দরসেও যা বর্ণনা করা হয়েছে তা দ্বারা আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে।

কাজেই, লাভবান হতে চাইলে– তখনই লাভবান হওয়া সম্ভব যখন আমরা পবিত্র কুরআন পাঠ করে এর ওপর আমল করার চেষ্টা করব। আর রমযানের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পবিত্র কুরআন যা আমি রমযানে অবতীর্ণ করেছি এটি বিশেষভাবে পাঠ করো এবং এর ওপর আমল করার চেষ্টা করো আর তোমরা এমনটি করলে, এটি তোমাদের জীবনের অংশে পরিণত হবে। অতএব, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এতে হিদায়াত রয়েছে; আর

এই হিদায়াতের ওপর মানুষ তখনই পরিচালিত হতে পারে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের জ্ঞান তখনই উপকারে আসতে পারে যখন আমরা এটি মেনে চলবো।

অতএব, যেমনটি আমি বলেছি, কুরআনের অনুবাদ এবং দরস শুনে তা আমাদের মেনে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন যে-সব আদেশ দিয়েছে, যে শিক্ষা দিয়েছে, তা আমাদের মেনে চলতে হবে। যদি শুধুমাত্র শুনি এবং ভুলে যাই এবং পড়লেও মনোযোগ না দেই, তাহলে সেই কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়, যা পবিত্র কুরআন থেকে আমরা লাভ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের শুরুতেই সূরা আল্ বাকারার তৃতীয় আয়াতে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন যে, ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (সূরা বাকারাঃ ০৩) অর্থাৎ, এটি সেই গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই আর মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শকস্বরূপ। কাজেই, তাকওয়ার পথে পরিচালিত হতে, একজন প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই গ্রন্থের শিক্ষা মেনে চলাকে আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন। আর রমযানে আমরা এ বিষয়ের সন্ধানেই থাকি যে, কীভাবে আমরা তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করব। একজন সত্যিকার মু'মিন হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব, হিদায়াত লাভ করব এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবো। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, যদি এমনটি উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই গ্রন্থ তোমাদেরকে প্রদান করেছি, এটি মেনে চলো আর যখন তোমরা এটি মেনে চলবে তখন তোমরা অগণিত কল্যাণ লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এটি এমন এক ঝরনা, কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্র অন্তঃকরণে এথেকে কল্যাণ লাভ করতে চায় তাহলে সে লাভবান হবে। সে তাকওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রসর হতে থাকবে এবং সে হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যেও গণ্য হবে কেননা, এটি সেই গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই আর এটি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াতস্বরূপ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'এর আশিস ও কল্যাণরাজির দ্বার সদা প্রবহমান আর এটি সকল যুগে ঠিক সেভাবেই উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল।'** কাজেই, এই গ্রন্থের দাবি হলো, তোমরা যদি পবিত্র অন্তঃকরণে এর দিকে অগ্রসর হও তাহলে সকল প্রকার মন্দ থেকে রক্ষা পাবে, হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকওয়ার পথে বিচরণকারী হবে। আর যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এর কল্যাণরাজি সর্বদা প্রবহমান। এর মান্যকারীরা সব ধরনের মন্দকর্ম থেকে সদা সুরক্ষিত থাকবে। পথিমধ্যে কাঁটাযুক্ত যে ঝোপঝাড় রয়েছে অর্থাৎ, যে-সব নোংরা বিষয়াদি মানুষের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর তাকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে এবং যা মন্দের দিকে ধাবিত করে, যদি পবিত্র কুরআন অনুসরণের মাধ্যমে এর ওপর আমল করতে থাকি তাহলে আমরা এগুলো থেকে নিরাপদে থাকব।

অতএব, আমাদেরকে এ বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, রমযানে যখন আমরা এদিকে, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন পাঠ এবং শ্রবণ করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তারাবীতে যাই, দরস শুনতে যাই, বাড়িতেও আগের চেয়ে বেশি পবিত্র কুরআন পাঠ করা হয়; যদি কেউ সম্পূর্ণ কুরআন একবার খতম করতে নাও পারে তবুও এ দিনগুলোতে কমপক্ষে কিছু না কিছু সময় অবশ্যই তিলাওয়াত করে থাকে। প্রথমত, রমযানে একবার কুরআন খতম করার চেষ্টা করা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, মহানবী (সা.)-এর সুন্নত এটিই ছিল, তিনি রমযানে বিশেষভাবে একবার কুরআন খতম করতেন আর হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে দিয়ে পুনরাবৃত্তি করাতেন। তাই লাভবান হওয়ার জন্য, এই সুন্নত অনুসরণের

জন্য, এথেকে কল্যাণ লাভ করতে আমাদেরকে একবার হলেও কুরআন খতম দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, যেমনটি আমি বলেছি, যে তফসীর ও অনুবাদ রয়েছে [যারা আরবী জানেন না, আরব দেশগুলো ছাড়া পৃথিবীতে এমন অনেক (মানুষ) আছে, যারা আরবী জানে না] তাদের (কুরআন পড়ার) পাশাপাশি এর অনুবাদ পড়ে দেখা উচিত। যেমনটি গত খুতবায়ও আমি বলেছিলাম, এর ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পয়েন্ট বের করা উচিত যেন আমরা এগুলো মেনে চলতে পারি এবং হিদায়াত লাভ করতে পারি। এরপর আমরা ভালো-মন্দের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবো, প্রকৃত সুপথের জ্ঞান আমরা লাভ করবো। তাকওয়ার সঠিক পথের জ্ঞান আমরা লাভ করবো আর এভাবে আমরা অনুশীলন করে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি হতে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবো।

অনেকে এটি মনে করে বা ধারণা করে যে, পবিত্র কুরআন একটি কঠিন গ্রন্থ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (সূরা ক্বমর: ১৮)

অর্থাৎ, আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে নসীহতের জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব উপদেশ গ্রহণ করার মতো কেউ আছে কি?

অতএব এটি হলো আল্লাহ তা'লার দাবি। এটি তাঁর দাবি যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানেন। তার অবস্থা সম্পর্কে জানেন। তার সামর্থ্য বা যোগ্যতা সম্পর্কে জানেন। তিনি বলেন যে, আমি তো কুরআন মজীদে সহজ শিক্ষা দিয়েছি। এর ওপর আমল করার জন্য তোমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে এবং যদি তোমরা চেষ্টা করো তবে তোমরা সফলও হবে এবং এর ওপর আমলকারীও হতে পারবে। অতএব তোমাদের জন্য উপদেশ এটিই যে, এর ওপর আমল করার জন্য নিজের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করো। শুধু নামসর্বস্ব মুসলমান হয়ো না। আমাদের, বিশেষ করে আমরা আহমদীদের, শুধু এই দাবি করা উচিত নয় যে, যেহেতু আমরা নিশ্চিতভাবে কেবল নামসর্বস্ব মুসলমান নই, বরং আমরা এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে মেনেছি আর এজন্য মেনেছি যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারীকে মেনেছি যাতে আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে সেটিকে পূর্ণ করতে পারি, অতএব যখন আমরা তাঁকে মেনেছি তখন আমাদের অবশ্যই কুরআন মজীদের আদেশ পালনকারীও হতে হবে। আমাদের মধ্যে যদি এই গুণ না থাকে তাহলে আমাদের বয়আতের দাবিও নিষ্ফল হবে।

আল্লাহ্ তা'লা তো বলে দিয়েছেন যে, আমি এই কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি এবং মানবীয় প্রকৃতিকে সামনে রেখে খুবই সহজ উপায়ে উপদেশ দিয়েছি যার উপর প্রত্যেক মানুষ খুব সহজেই আমল করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা নিয়মকানুন বর্ণনা করে দিয়েছেন, আদেশাবলি বর্ণনা করেছেন, ইবাদতের পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন। অর্থনীতি ও সামাজিক আদেশ ও পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা-ও বর্ণনা করেছেন, এজন্য যাতে তোমরা যদি এগুলির ওপর আমল করো তাহলে তোমাদের জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হবে, তোমাদের পরিবেশও শান্তিপূর্ণ থাকবে এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারীও হতে থাকবে। অতএব এই কথাটি আমাদের প্রত্যেকের অনুধাবন করা উচিত। আর যদি আমরা এটি অনুধাবন করতে পারি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকব। আমাদের পারিবারিক সম্পর্কও ভালো থাকবে, আমাদের সামাজিক সম্পর্কও ভালো থাকবে। এছাড়া আমাদের অন্যান্য যে-সব মানসিক সামর্থ্য রয়েছে

তাতেও অনেক উন্নতি হবে, সেগুলোও বিকশিত হবে। আল্লাহ্ তা'লার ইরফান বা পরিচয় লাভের প্রতি আমাদের মনোযোগ বাড়বে।

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান কেননা এ যুগে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক পেয়েছি যাকে আল্লাহ্ তা'লা বিচারক ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং তিনি কুরআন মজীদের গুপ্ত ভাণ্ডার আমাদেরকে দান করেছেন এবং কুরআনের অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। আমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্পষ্টভাবে সেসব নির্দেশাবলি, যেগুলো কখনো কখনো আমরা বুঝতে পারি না, সেগুলিও তিনি ব্যাখ্যা করে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন এটি বলেছেন যে, আমি কুরআনকে সহজ করেছি, তখন সহজ করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকও প্রেরণ করেছেন। আর বর্তমান যুগে জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের দরজা খোলার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদের সবকিছু জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাখ্যা, অর্থ ও কুরআন শরীফের তাফসীর বুঝে তার ওপর আমল না করি তবে তা আমাদের দুর্ভাগ্য হবে । আল্লাহ্ তা'লা তো এই যুগে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। অতএব, তাঁকে মানা, তাঁর কথা শোনা এবং তাঁর কুরআন মজীদের তফসীরগুলি নিয়ে চিন্তা করা ও সেগুলোর ওপর আমল করা এখন আমাদের কাজ। যদি আমরা তা করি তাহলে আমাদের জীবন সফল হবে। এছাড়া খলীফারাও তফসীর লিখেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তফসীরে কবীর লিখেছেন, যা প্রায় অর্ধেক কুরআন কভার করে। এছাড়াও অন্যান্য অনুবাদ ও তফসীর রয়েছে, তফসীরে সগীর রয়েছে, যা যথেষ্ট ব্যাখ্যাসহ লেখা হয়েছে। আর এগুলো এমনসব গ্রন্থ যেখানে আদেশাবলি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজিতেও এগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, আরবীতেও অনুবাদ হচ্ছে আর জার্মানসহ অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদ হচ্ছে। তাই এদিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত অর্থাৎ আমরা যেখানে রমজান মাসে কুরআন পাঠের দিকে মনোযোগ দিব এবং এটি একবার সম্পূর্ণ পাঠ করার চেষ্টা করব, সেখানে এর অর্থের দিকেও যেন মনোযোগ দিই, এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করি এবং আদেশাবলি অনুসন্ধান করি, সেগুলো খুঁজে আমাদের জীবনের অংশ বানানোর চেষ্টা করি।

শুধু কুরআন মজীদকে ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়, শুধু সুন্দরভাবে রাখাই যথেষ্ট নয়, এটিকে শুধু কপালে স্পর্শ করা যথেষ্ট নয়। শিশুদের আমীন অনুষ্ঠানের জন্য লোকেরা আমার কাছে আসে। সবার মনে রাখা উচিত যে, তারা একটি কর্তব্য পালন করেছে যে, তারা শিশুদের কুরআন মজীদ পড়িয়েছে। এখন এই কুরআন মজীদ পড়ার স্থায়ী আগ্রহ তৈরি করাও তাদের কাজ এবং এটি তখনই সম্ভব যখন পিতামাতা নিজেরাও এদিকে মনোযোগ দেবেন। যখন তারা নিজেরাও নিয়মিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করবেন যাতে শিশুরা দেখে যে, আমাদের পিতামাতা তিলাওয়াত করছেন। তারা যখন নিজেরাও এর অনুবাদ ও তফসীর পড়বেন যাতে তারা নিজেরা বুঝতে পারেন যে, কী আদেশ রয়েছে আর যখন শিশুরা প্রশ্ন করে তখন তারা তাদের উত্তরও দিতে পারেন। কতক শিশু ছোট ছোট প্রশ্ন করে এবং পিতামাতা লিখে পাঠিয়ে দেন যে, এর উত্তর কী? অথচ পিতামাতারা যদি অনুবাদ ও তফসীর সামান্যও পড়ে থাকেন তাহলে তারা নিজেরাই উত্তর দিতে পারেন এবং তাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

অতএব, এটি এখন পিতামাতারও দায়িত্ব যে, আমীন অনুষ্ঠানের পর তাদের দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে আর তা হল, আল্লাহ্ তা'লার যে কিতাব, হেদায়েতের যে কিতাব,

জ্ঞানের যে কিতাব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দান করেছেন, সেটি আমরা আমাদের শিশুদের পড়িয়েছি, এখন এর ভালোবাসাও তাদের অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে। আর সেই ভালোবাসা তখনই সৃষ্টি হবে যখন আমরা নিজেরাও এই কিতাবের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করব। অতএব প্রত্যেক আহমদীর এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে, সে নিজেও এবং তার স্ত্রী-সন্তানরাও যেন কুরআন মজীদ পড়া ও তিলাওয়াত করার প্রতি মনোযোগ দেয়। তারা যেন অনুবাদ পড়ে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়ে, খলীফাদের তফসীর, যেমনটি আমি বলেছি, কিছু রয়েছে, সেগুলো যেন পড়ে এবং শুনে। এর অডিও-ও রয়েছে এবং এমটিএ-তেও দেখানো হয়ে থাকে।

আমরা যদি কুরআন মজীদকে এভাবে না পড়ি তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত এবং প্রত্যেকের নিজের সম্পর্কে ভাবা উচিত যে, আমরা কি শুধু আহমদী হয়েই বয়আতের হক আদায় করে ফেলেছি, নাকি এখনও আমাদের সেই উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেছেন,

একথা সত্য যে, অধিকাংশ মুসলমান কুরআন শরীফকে ত্যাগ করেছে, কিন্তু তবুও কুরআন শরীফের জ্যোতি, বরকত এবং প্রভাব সদা জীবন্ত ও সতেজ রয়েছে। অতএব আমি এই যুগে প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি। তিনি (আ.) বলেন, আমি এখন প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি আর আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা যথাসময়ে নিজ বান্দাদের স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের জন্য প্রেরণ করেছেন, কারণ তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা হিজরঃ ১০)। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা এই যিকর অর্থাৎ কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যা কিছু পাব, তা কুরআন শরীফের কল্যাণেই পাব এবং আমাদের এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"কুরআন করিম পরিত্যাগ করে সফলতা লাভ করা একেবারেই অসম্ভব এবং অবাস্তব ব্যাপার, আর এভাবে সফলতা লাভ কেবল একটি কল্পনা মাত্র, যার সন্ধানে মানুষ ব্যস্ত রয়েছে। সাহাবাদের আদর্শের দিকে তাকাও, যখন তারা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করলেন এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দিলেন, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়ে গেল। শুরুতে বিরোধীরা ঠাট্টা-তামাশা করতো যে, এরা তো স্বাধীনভাবে বাইরে বেরও হতে পারে না অথচ তারা রাজত্ব লাভের দাবি করে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন হয়ে তারা সেই জিনিস পেল যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের ভাগ্যে জোটে নি।

তাই এ বিষয়টি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, পবিত্র কুরআনই সেই শিক্ষা যা আমাদেরকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দিবে আর এর দ্বারাই আমরা সফলতা লাভ করব, যদি আমরা এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করি এবং পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করি।

এক রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: "ঐ মু'মিন, যে কুরআন পড়ে এবং তদনুযায়ী আমল করে, সে সেই ফলের মতো, যার স্বাদও ভালো এবং সুগন্ধও চমৎকার। আর সেই মু'মিন, যে কুরআন পড়ে না, কিন্তু তার

ওপর আমল করে, (এদিক সেদিকের কথা শুনে তদনুযায়ী আমল করে) সে সেই খেজুরের মতো, যার স্বাদ মিষ্টি কিন্তু কোনো সুগন্ধ নেই। পক্ষান্তরে, যে মুনাফিক কুরআন পড়ে, সে সেই সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদের মতো, যার ঘ্রাণ সুগন্ধি কিন্তু স্বাদ তিতা। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে সেই তিক্ত ফলের মতো, যার স্বাদও তিতা এবং গন্ধও খারাপ।"

অতএব এই হাদীস স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, আমাদের কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত এবং তা বুঝে তদনুযায়ী আমল করাও আবশ্যক। আর আমরা যখন এর ওপর আমল করব তখন এমন সুগন্ধিযুক্ত ফলের ন্যায় হতে পারবো যার স্বাদও চমৎকার এবং যার সগন্ধও মধুর।

এ এক চমৎকার উপমা। তাই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো, সুস্বাদু ও সুগন্ধিযুক্ত জিনিস, যা খেয়ে মানুষ পরিতৃপ্ত হয় তা বারবার খাওয়ার ইচ্ছা জাগে। এমনিভাবে পবিত্র কুরআন আমাদের বারবার পড়ার ও বুঝার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। আর আমরা যখন এরূপ করব তখন না কেবল নিজেরা উপকৃত হব, বরং আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের সমাজকেও এর দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত করতে পারব। অতএব এ ধরনের লোকেরাই তাকওয়ায় উন্নতি সাধন করে, এর ওপর আমলকারী, হেদায়েত লাভকারী আর এরা জগতের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হয়। তাদের দ্বারা জগত কল্যাণমণ্ডিত হয়। তারা নিজেরাও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে আর জগতকেও প্রশান্তি দান করে। এমন পিতামাতা সত্যিকার অর্থে নিজেদের সন্তানের অধিকারপ্রদানকারী হয়ে থাকে। তারা তাদের প্রতিবেশীর অধিকারও প্রদান করে থাকেন। তারা জাগতিক কাজেও নিজ সমাজেও একে অন্যের অধিকার প্রদান করে থাকে। এভাবে জামা'তের ব্যবস্থাপনায় জামা'তের সেবা করে নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকে কেননা তারা সেই হেদায়েত অনুযায়ী আমল করছে– যা পবিত্র কুরআন তাদেরকে দান করেছে। এই ইবাদতকারীরা যথাযথভাবে ইবাদতও করে থাকে। আর যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, এমন পিতামাতা যখন সন্তানের সামনে উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করে, তখন সন্তানরাও তাদেরকে আদর্শ মনে করে। স্ত্রীরা তাদেরকে নিজেদের আদর্শ মনে করে।

এভাবেই সত্যিকারের তাকওয়াপূর্ণ মানুষ তৈরি হয়, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। তাদের দ্বারা দুনিয়া উপকৃত হয়। তারা নিজেরাও প্রশান্ত জীবন যাপন করে এবং বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে দেয়। এরকম বাবা-মা-ই প্রকৃত অর্থে তাদের সন্তানদের হক আদায় করেন। তারা তাদের প্রতিবেশীদের প্রতিও ন্যায়বিচার করেন। তারা নিজেদের পারিবারিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। তেমনি তারা জামাতের ব্যবস্থাপনায়ও যথাযথ ভূমিকা রাখেন এবং আল্লাহর ইবাদতের হকও আদায় করেন। ফলে, এমন একটি পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা ধর্মপরায়ণ এবং নেক-কার্য সম্পন্ন পরিবেশে পরিণত হয়। আর তখনই আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত অবিরাম বর্ষিত হতে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার দাবি অনুযায়ী কুরআন করীমের শিক্ষা অনুযায়ী চলার মাধ্যমেই হেদায়াত লাভ সম্ভব। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন হেদায়াত লাভ হবে তখন তোমরা এমন এক সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখবে যার মাধ্যমে তোমাদের জীবনে এক মহা পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। সুতরাং এটি পাঠ করা, বুঝা ও এর শিক্ষা পালন করার দিকে আমাদেরকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যে এটুকু পুণ্য রাখে যে সে হয়ত ঘরে নিয়মিত কুরআন পাঠ করে না, অনুবাদ পড়ে না ও এটি নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করে না, মহানবী (স.) বলেছেন, কিন্তু ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত

দরস, বক্তৃতা প্রভৃতিতে অন্যের মুখে কুরআন শুনে, কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা, আদেশাবলি এবং এর শিক্ষার আলোকে যে-সব আলোচনা অনুষ্ঠান হয়, সেসব শুনে ও সেগুলো পালনের চেষ্টা করে, তখন সে হয়ত সেই স্বাদ পায় না যা একজন কুরআনের পাঠক পেয়ে থাকে, কিন্তু কিছু না কিছু অংশ সে পায় এবং সেই সুগন্ধ থেকে উপকৃত হতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য (কুরআন) পাঠ করে, সেটির উপর আমল করে না, সে এটি থেকে কোন লাভবান হয় না। আর যে ব্যক্তি না কুরআন পড়ে, না এর উপর আমল করে, তার জীবন তো চরম কপটতাময় জীবন। তার মুসলমান হবার কেবল মৌখিক দাবি রয়েছে কিন্তু সে মোটেও ইসলামের শিক্ষা পালন করছে না। কেননা ইসলামের শিক্ষা পালন কুরআনের শিক্ষা অর্জন ব্যতীত অসম্ভব। কুরআন করীমের আদেশাবলির প্রতি গভীর অভিনিবেশ ব্যতীত অসম্ভব।

সুতরাং এ বিষয়টিকে আমাদের অনেক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন যে আমাদেরকে কুরআন করীম পাঠ করতে হবে, এর উপর আমলও করতে হবে, যেন আমরা এর সুগন্ধ লাভ করতে পারি, সুগন্ধ বিস্তারকারীও হতে পারি। শুধু সুগন্ধ লাভকারীই নয়, বরং সুগন্ধ ছড়ানোকারীও হতে পারি। একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, লোকেদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ্‌র পরিবারের সদস্য হয়ে থাকে। রাবী বলেন, তখন আমরা তাঁর (স.) নিকট জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! খোদার পরিবারের সদস্য কারা? মহানবী (সা.) বললেন, কুরআন ওয়ালারা আল্লাহ্‌র পরিবারের সদস্য এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ পছন্দনীয় বান্দা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন করীম পাঠকারী এবং এর উপর আমলকারী আল্লাহ্‌র পরিবারের সদস্য হয়ে থাকে। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

তারাই লোকেরাই সফল হবে যারা কুরআন করীম অনুযায়ী জীবন যাপন করে। কুরআন করীমকে ত্যাগ করে সফলতা লাভ অসম্ভব এবং কল্পনাতীত বিষয়। আমিও বিগত কিছুদিন যাবত খুতবাসমূহে কুরআন করীম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছি। ধারাবাহিকভাবে খুতবাতে বিস্তারিতভাবে সেসব কথা বলেছিলাম যা তিনি (আ.) আমাদের উদ্দেশ্য বলে গেছেন। এখানেও আমি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি। তিনি (আ.) বলেছেন, যদি সফলতা লাভ করতে চাও, তবে কুরআন করীম ব্যতীত সেটি লাভ করা সম্ভব নয়। যদি মুসলমান হবার দাবি থাকে আর কুরআন করীম হাতে না থাকে, কুরআন করীমের শিক্ষা পালন করা না হয়, তবে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর স্বীয় সাফল্য লাভের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে দ্বীনও সুশোভিত হবে এবং দুনিয়াও লাভ হবে। মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে যে-সব ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, তারা পরস্পর একে অন্যকে হত্যা করছে, অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে, সরকার জনগণের সাথে লড়াই করছে, জনগণ সরকারের সাথে লড়ছে, পরস্পর একে অন্যকে হত্যা, লুণ্ঠন হচ্ছে, সীমালঙ্ঘন হচ্ছে, এগুলো এজন্য হচ্ছে যে কুরআন করীমের উপর আমল নেই। মৌখিকভাবে উভয়েই এ দাবিই করে যে, উভয়ের হাতেই কুরআন আছে কিন্তু উভয়ে কুরআন মজীদের শিক্ষা থেকে বহু দূরে। কুরআন মজীদের ওপর আমলকারী হলে এমন বিষয় সংগঠিত হতো না। এর ওপর আমল করার জন্য এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন, যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন, তাঁকে মান্য করতে তারা প্রস্তুত

নয়। তারা যদি গ্রহণ না করে তবে সেই কল্যাণরাজি থেকে উপকৃতও হতে পারবে না যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হেদায়াত বা পথনির্দেশনার জন্য প্রেরণ করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! কুরআন মজীদ কল্যাণরাজির প্রকৃত উৎস এবং মুক্তির আসল মাধ্যম। এটি তাদের নিজস্ব ভুল যারা কুরআন মজীদের ওপর আমল করে না। যারা আমল করে না তাদের মধ্যে একটি দল হলো তারা যারা এর প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এবং তারা একে খোদা তা'লার কালাম (বা বাণী)ই মনে করে না। তারা তো বহু দূরে পড়ে রয়েছে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে এটি আল্লাহ্ তা'লার কালাম বা বাণী আর মুক্তির আরোগ্যদায়ী ব্যবস্থাপত্র, তারা যদি এর ওপর আমল না করে তবে তা কতটা আশ্চর্যজনক এবং পরিতাপের বিষয়। তাদের মাঝে অনেকে তো এমন আছে যারা সারা জীবনে কখনো তা পাঠই করে নি। অতএব, এমন ব্যক্তি যে খোদা তা'লার কালাম বা বাণীর প্রতি এমন উদাসীন এবং ভ্রূক্ষেপহীন তার দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে-ব্যক্তি জ্ঞাত যে, অমুক ঝরনা খুবই নির্মল, সুস্বাদু, শীতল এবং এর পানি বহু রোগের মহৌষধ ও আরোগ্যদায়ী আর এই জ্ঞান সম্পর্কে সে নিশ্চিত, কিন্তু এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং পিপাসার্ত হওয়া সত্ত্বেও আর বহু ব্যাধিগ্রস্ত হয়েও সে সেটির কাছে যায় না। অতএব, এটি তার কতই না দুর্ভাগ্য এবং অজ্ঞতা। তার তো উচিত ছিল সেই ঝরনায় মুখ রাখা এবং পরিতৃপ্ত হয়ে সেটির উপাদেয় এবং আরোগ্যদায়ী পানি উপভোগ করা। কিন্তু এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা থেকে সে সেভাবেই দূরে রয়েছে যেভাবে একজন অজ্ঞ (দূরে থাকে)। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে দূরে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু এসে নিষ্কৃতি দেয়। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অনেকেই বুঝতেই পারে না যে, কুরআন মজীদে কী কল্যাণ রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, সেই ব্যক্তির অবস্থা বড়ই শিক্ষণীয় এবং উপদেশ গ্রহণীয়। মুসলমানদের অবস্থা বর্তমানে এমনই হচ্ছে। তারা জানে যে, সকল সফলতার জন্য এই কুরআন মজীদই আছে যার ওপর আমাদের আমল করা উচিত। কিন্তু না, এর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপও করা হয় না। এটি জানা সত্ত্বেও কুরআন মজীদের আদেশাবলির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তিনি (আ.) আরো বলেন, এক ব্যক্তি যিনি একান্ত সহানুভূতি এবং হিতাকাঙ্ক্ষীতার সাথে (অর্থাৎ, নিজের দৃষ্টান্ত নিজেই প্রদান করছেন যে, আমি সহানুভূতি এবং হিতাকাঙ্ক্ষীতার সাথে) তোমাদের আহ্বান করছি আর আমার সহানুভূতিই নয় বরং খোদা তা'লার আদেশ এবং ঈমানিয়্যাতের সাথে এর দিকে আহ্বান করা হলে তাকে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল বলা হয়। তিনি (আ.) বলেন, এই জাতির জন্য এর চেয়ে বেশি আর কী কৃপাযোগ্য অবস্থা সৃষ্টি হবে! তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের এটি উচিত ছিল আর বর্তমানেও তাদের জন্য এটি আবশ্যক যে, তারা যেন এই ঝরনাকে মহামর্যাদাবান নেয়ামত বা অনুগ্রহ জ্ঞান করে এবং এর মূল্যায়ন করে। এর মূল্যায়ন হলো, এর ওপর আমল করা আর এরপর দেখবেন খোদা তা'লা কীভাবে তাদের বিপদাপদ ও সমস্যাবলি দূর করে দেন। হায়! মুসলমানরা যদি বুঝত এবং চিন্তা করত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য একটি পুণ্যের পথ সৃষ্টি করেছেন এবং তারা এর ওপর চলে উপকৃত হবে।

অতএব, এটি সেই জিনিস, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছিলাম, মুসলমানদের মাঝে যে-সকল মন্দ সৃষ্টি হচ্ছে তা একারণে সৃষ্টি হচ্ছে যে, তারা মানছে না এবং কুরআন মজীদের ওপর আমল করছে না। কুরআন মজীদকে তো তারা পরিত্যাগ করে রেখেছে, কেবল নামসর্বস্ব দাবি করছে। কেবল হাতে ধরে রেখেছে, ব্যবহারিক জীবনে তা পরিত্যাগ করেছে। আহমদীদের জন্য তারা কুরআন মজীদ নিষিদ্ধ করেছে যে, এটি (তারা) পাঠ করতে পারবে না। পাকিস্তানে কুরআন মজীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, পাঠ করতে পারবে না। তারা

নিজেরাই এর ওপর আমল করে না। যদিও আমাদেরকে এটিই বলি কিন্তু তারা আমাদের হৃদয়ে কুরআনের যে শিক্ষা রয়েছে তা মুছে ফেলতে পারবে না। (তারা) শত চেষ্টা করেও আমাদের অন্তর থেকে এর (কুরআনের) ভালোবাসা (বিন্দু পরিমাণ) কমাতে পারবে না। অতএব, আমাদেরকে, বিশেষভাবে আহমদীদেরকে এ দিকে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করা আবশ্যক। আর তাদের এই কুরআনের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া ও পরিত্যাগ করার কারণে এবং যারা বোঝায় তা না বোঝার কারণে তাদের কি পরিণতি তা তো আমরা (স্বচক্ষে) অবলোকন করছি। চারিদিকে অস্থিরতা, নৈরাজ্য বিরাজমান। সুতরাং, তাদের মনোনিবেশ করা উচিত, ভেবে দেখা দরকার আর যদি কুরআন করীমকে হেদায়াতের ঝরনাধারা মনে করে তবে এ সকল (কুরআনের) আদেশাবলি মান্য করা-ও আবশ্যক। হযরত সোহায়েব (রা.) বর্ণিত একটি রেওয়ায়ে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে-ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে কার্যত বৈধ মনে করে তার কুরআনের প্রতি কোন ঈমান নেই। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা যে বিষয় নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করেছেন তার কোন গুরুত্ব দেয় না আর কুরআন করীমের যে-সকল আদেশাবলি রয়েছে (তা) মান্য করে না এমন ব্যক্তি যতই (মুখে) বলুক না কেন আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা মুসলমান, তাদের এমন ঈমান অন্তঃসার শূন্য, কেবলমাত্র মৌখিক দাবি আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করেন না আর এমন লোকেরা অন্যদের ক্ষতিসাধন করতে থাকে কারণ (তারা) আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে চলে গেছে। (এরা) অন্যদের অধিকার হরণ করছে আমি যেমনটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছি, বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা এমনই। বাদশা, (থেকে নিয়ে) নেতা-নেত্রী, বিভিন্ন ফিরকার লোকেরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত। এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করছে, কালেমার অনুসারীরা একে অপরকে হত্যা করছে। অতএব, এর থেকে উত্তরণের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, এই লোকেরা যেন কুরআন করীমের সঠিক শিক্ষা লাভ করতে পারে আর বর্তমান যুগে এই গুরুদায়িত্ব আহমদীদের ওপর বর্তায়। আহমদী মুসলমানদের (দায়িত্ব) হচ্ছে, তারা এর (কুরআনের শিক্ষার) ওপর আমল করবে যেন, অ-মুসলিম বিশ্ব তাদের কর্মকাণ্ড দেখে বুঝতে সক্ষম হয় যে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা কি এবং কুরআন করীমের শিক্ষা কি! যা শান্তি ও নিরাপত্তা এবং প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার শিক্ষা, যা সমাজে ভাতৃত্ববন্ধন স্থাপনের শিক্ষা (আর) যা বান্দার অধিকার আদায়ের শিক্ষা।

তাই আহমদী মুসলমানদের এদিকে গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত। রমযান মাসে কুরআন করীম পাঠের সময় এসব বিষয়ের প্রতি-ও দৃষ্টিপাত করুন এবং এই শিক্ষাকে নিরন্তর ছড়িয়ে দেবার জন্য সারা বছর আমাদেরকে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে থাকতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, জিবরাইল মহানবী (সা.)-র নিকট এসে বলেন- অচিরেই অনেক নৈরাজ্য দেখা দেবে। সেই সকল ফিতনা থেকে মুক্তি লাভের কি উপায় হবে তিনি (সা.) জানতে চান হে জিবরাইল!। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তিনি (জিব্রাঈল) বলেন- নৈরাজ্য থেকে মুক্তির উপায় হলো আল্লাহ্‌র কিতাব। সুতরাং, আমি যেভাবে ইতঃপূর্বে বলেছিলাম- আমাদেরকে আমাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার্থে আল্লাহ্ তা'লার কিতাবের মনযোগী হওয়া আবশ্যক (আর) তখনই আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হবো এবং নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচতে পারবো। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য যে-সকল আদেশাবলি অবতীর্ণ করেছেন পরিষ্কারভাবে বুঝতে সক্ষম হবো।

মহানবী (সা.) একবার বলেন- প্রকাশ্যে কুরআন করীম পাঠকারী, প্রকাশ্যে সদকা প্রদানকারীর মত আর গোপনে কুরআন করীম পাঠকারী, গোপনে সদকা প্রদানকারীর অনুরূপ।

সুতরাং, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এটি-ও রেওয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, সদকা বালা-মুসিবত, বিপদাপদ ও নৈরাজ্য দূর করে দেয় (আর) এগুলো টলিয়ে দেয়। অতএব, পবিত্র কুরআন পাঠ করা আর এমনভাবে পাঠ করা যদ্দ্বারা তা ভালোভাবে বুঝা যায়, তবে এটি সদকা হিসেবে গৃহীত হবে আর এর কল্যাণে সকল নৈরাজ্য থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। সুতরাং যেহেতু বর্তমানে পৃথিবী সবদিক থেকে পাপে নিমজ্জিত এবং ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ঘেরাও করে রেখেছে; আমাদের এই সদকা সর্বদা অব্যাহত রাখা উচিত যে, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত সর্বদা করতে থাকি; প্রকাশ্যেও, গোপনেও। আর নিজেদেরকে সেসব পরীক্ষা ও বিপদাবলি থেকে সুরক্ষিত রাখি এবং আল্লাহ্ তা'লা যে শিক্ষা দিয়েছেন সেটার ওপর আমল করি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, শুধুমাত্র দুজন ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের ব্যাপারে হিংসা অর্থাৎ এমন ঈর্ষা করা যা ক্ষতি করার জন্য হয় না, বরং প্রশংসার রূপে হয়, সেটা বৈধ। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন দিয়েছেন এবং সে রাতদিন সেটি তিলাওয়াত করে। আর ঈর্ষাকারী বলে, হায়! যদি আমাকেও এমন জিনিস দেওয়া হতো যা তাকে দেওয়া হয়েছে! তাহলে আমিও সেটাই করতাম যেটা সে করছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধন সম্পদ দিয়েছেন যেটি সে সেখানে ব্যয় করে যেখানে ব্যয় করা উপযুক্ত। এতে ঈর্ষাকারী বলে, হায়! যদি আমাকেও এমন বিষয় দেওয়া হতো যা তাকে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমিও সেটাই করতাম অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করা।

অতঃপর পবিত্র কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে কিছু আদব রয়েছে। যারা ঈর্ষা করে কুরআনের পাঠকের ব্যাপারে সে জানে যে এই ব্যক্তি যা কিছু পড়ছে সেটার ওপর আমলও করছে। অপর ব্যক্তি যে শুনছে। এতেই তার মনে ঈর্ষা জন্ম নেয় যে, হায়! যদি আমিও পবিত্র কুরআনকে এভাবে বুঝতাম এবং এর ওপর আমল করতাম।

একইভাবে যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ধন-সম্পদের ব্যাপারে, এই বিষয়েও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করে দেই, কিছু লোক বলে চাঁদার কী প্রয়োজন? আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন, পবিত্র কুরআনেই বলেছেন, আর্থিক কুরবানী কর এটি আবশ্যক। তিনি (সা.) বলেছেন, তার প্রতি লোকেরা ঈর্ষা করে যে আর্থিক কুরবানী করে। তাই এটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন আমরা মনোযোগ সহকারে পবিত্র কুরআন পাঠ করবো তখন এই প্রশ্ন যা কিছু লোকের মনে উদয় হয় যে, আমাদের কেন আর্থিক কুরবানী করতে বলা হয়, তাদের প্রশ্নের উত্তর তারা পেয়ে যাবে। কেন বলা হয়? এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ। মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন সুললিত কণ্ঠে এবং শুদ্ধভাবে পাঠ করে না তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাই সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা এবং শুদ্ধভাবে পাঠ করা, ধীরে ধীরে পাঠ করা, বুঝে পাঠ করা এটিও আবশ্যক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষের উচিত যেন পবিত্র কুরআন অধিক হারে পাঠ করে। এতে দোয়ার স্থান আসলে দোয়া করে। এটি শুদ্ধভাবে পাঠ করার ব্যাখ্যা, যেখানে দোয়ার স্থান আসে সেখানে দোয়া করে। এই দোয়াতে যা চাওয়া হয়েছে নিজেও সেটাই চায়। পবিত্র কুরআনে দোয়াসমূহ আসলে সেসব স্থানে দোয়া করে এবং এসব দোয়াতে আল্লাহ্ তা'লা থেকে যা চাওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অসংখ্য দোয়া রয়েছে যেটি নবীগণ

করেছেন। তাই বলেছেন, সেখানে মানুষ নিজেও যেন আল্লাহ্ তা'লাকে বলে, আমাকে এটি দাও। আবার তিনি (আ.) বলেন, যে-সব স্থানে আযাবের কথা রয়েছে সেখানে এটা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেসব অপকর্ম থেকে বিরত হয় যার কারণে সেই জাতি ধ্বংস হয়েছিলো। জাতিসমূহের ধ্বংসের উল্লেখ রয়েছে যে, কোন কোন পাপকর্মের কারণে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পাকড়াও করেছেন। যখন এমন স্থান আসে তখন মানুষ যেন ইস্তিগফারও করে এবং বাঁচার চেষ্টা করে। যখন আমরা এমন করবো তখন অসংখ্য অপকর্ম থেকে আমরা নিজেরাই সুরক্ষিত হতে থাকবো। অধুনাকালের পরিবেশে এই পশ্চিমা পরিবেশে এর প্রভাবে আমাদের মস্তিষ্কেও ভ্রান্ত বিষয় সৃষ্টি হয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের মস্তিষ্কের ওপরেও নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। আমাদের মাঝে অনেক মানুষ নোংরা বিষয়ে জড়িয়ে পড়ছে। আমরা যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করবো, ইস্তেগফার করবো এবং মন্দ বিষয় থেকে বাঁচার চেষ্টা করবো তখন আমাদের জীবন সুন্দর হবে। আমরা এই নোংরামি থেকে বাঁচতে পারবো। তিনি (আ.) বলেন, সেসব মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকো যার কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছিল।

তিনি (আ.) বলেন, এক উচ্চতর পরিকল্পনা– যার সাথে ওহীর সম্পর্ক নেই। এগুলোকে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সাথে মিলায় কিন্তু এগুলো ব্যক্তি বিশেষের মতামত যা কখনো কখনো মিথ্যাও হতে পারে। আবার এমন মতামতের বিরোধিতা হাদীসেও বিদ্যমান ফলে সেগুলো বানোয়াট বলে বিবেচিত হবে। প্রথা সর্বস্ব বিষয় থেকে বিরত থাকা উত্তম। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে শরীয়তে অবৈধ পরিবর্তন সূচিত হয়। অতএব উত্তম পদ্ধতি হলো, যে সময় এমন ওজীফা পাঠ করায় ব্যয় করবে সেই সময়ে কুরআনে মনোনিবেশ করো। যে-সব মানুষ বলে- ওজীফা পড়তে হবে, অমুক ওজীফা পড়ো। তিনি (আ.) বলেন, উত্তম হলো তোমরা কুরআন পড়ো এবং এর ওপর মনোনিবেশ করো। মানুষ বলে- কী দোয়া করবো? কি ওজীফা পড়বো? অতএব তাঁর (আ.) নির্দেশনা হলো, পবিত্র কুরআনে মনোনিবেশ কর এর ফলে তুমি যাবতীয় মন্দকর্ম ও খারাপ বিষয় থেকে এবং কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে। তোমরা আল্লাহ তা'লা প্রদত্ত হেদায়াতের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ তা'লার নির্দেশনা সম্পর্কে জানতে পারবে।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.) এর ওপর বিশেষ ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। এছাড়া যদি কোনো মতামত থেকেও থাকে তাহলে তা ভুলও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। সে যতই বুদ্ধিবৃত্তিক কথাবার্তা বলুক না কেন। মানুষ মাঝে মাঝে কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক কথা বলে থাকে আর সেগুলো পবিত্র কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলো তেমন স্পষ্ট হয় না যেভাবে পবিত্র কুরআন করে থাকে, কেননা সেগুলো ওহী হিসেবে নাযিল হয় নি। ফলে সেগুলো মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয় এবং সেগুলো মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, যদি হৃদয় কঠোর হয়ে যায় তাহলে কোমল করার উদ্দেশ্যে বারবার পবিত্র কুরআন পড়ুন। যেখানে যেখানে দোয়া করা আছে সেখানে মুমিনের মনও চায়-হায়! আল্লাহ যদি এই ঐশী অনুগ্রহে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করতেন। পবিত্র কুরআনের দৃষ্টান্ত একটি বাগানের মতো। এক জায়গায় মানুষ কোন ধরনের ফল চায় আর একটু সামনে এগিয়ে অন্য আরেক ধরনের ফল চায়। অতএব, সকল ক্ষেত্রের উপযোগী কল্যাণ অনুসন্ধান করা উচিত। নিজের পক্ষ থেকে কথা কেন বলতে হবে। নতুবা প্রশ্ন হবে তুমি কেন নতুন এক ধরনের বিষয় সংযোজন করেছ? কুরআনের যে শিক্ষা রয়েছে তার ওপর আমল করো।

নতুন নতুন প্রথার প্রচলন করো না। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথে নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করো না। তিনি (আ.) বলেন, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কার এই কথা বলার অধিকার আছে যে, অমুক রাতে যদি সূরা ইয়াসিন পাঠ করো তাহলে কল্যাণ লাভ করবে নতুবা লাভ করবে না। যারা বলে যে, অমুক সূরা এভাবে পড়লে কল্যাণ লাভ করবে, অমুক সময়ে পড়লে কল্যাণ লাভ করবে, এভাবে না পড়লে কল্যাণ লাভ হবে না। অতএব তিনি (আ.) বলেন, এ সকল কথা ভুল। এটি তো আল্লাহর বাণী। যেভাবেই পড়বে- বুঝে পড়লে, এর ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে পড়লে, সৎ উদ্দেশ্যে পড়লে কল্যাণই কল্যাণ।

অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত- আমরা কি এভাবে পড়ি? কত আদেশের ওপর আমরা আমল করি? কত দোয়া এমন আছে যেগুলো সামনে আসলে আমরা সেগুলো নিজের জন্য যাচনা করার চেষ্টা করি। কত এমন মন্দকর্ম আছে যেগুলো থেকে বাঁচার আদেশ যখন উল্লেখ করা হয় তখন সেগুলো থেকে আমরা বাঁচার দোয়া করি। অতএব যদি আমরা এভাবে করি তাহলে কেবল আমরা পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষার কল্যাণ লাভ করতে পারব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "আমি বার বার এবং জোড়ালোভাবে বলছি যে, কুরআন এবং মহানবী (সা.) এর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা এবং প্রকৃত আনুগত্য করা একজন মানুষকে সম্মানের অধিকারী বানিয়ে দেয়। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন করীমে গভীর মনোনিবেশ করো। এর মাঝেই সব কিছু নিহিত। এর মধ্যে পুণ্য এবং মন্দ বিষয়াবলির ব্যাখ্যা রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ভালোভাবে অনুধাবন করো যে, এটি এমন এক ধর্মকে উপস্থাপন করে যার ওপর কোন আপত্তি হতেই পারে না। কেননা এর কল্যাণ ও সুফল সবসময় সজিব ও যুগোপযোগী। তিনি (আ.) বলেন, এই গৌরব শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনেরই কেননা আল্লাহ তা'লা এর মধ্যে সর্বরোগের চিকিৎসাপত্র বর্ণনা করেছেন। সকল ইন্দ্রিয় শক্তিকে লালন পালন (সক্রিয়) করেছেন এবং সর্বপ্রকার মন্দকাজ সম্পর্কে বর্ণনা করার পর তা প্রতিহত করার উপায়ও বর্ণনা করে দিয়েছেন। এজন্য নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করো এবং দোয়া করো আর নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনার চেষ্টা করো।

নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, "কুরআন করীম তেলাওয়াত করো আর খোদার বিষয়ে কখনও হতাশ হবে না। একজন মুমিন তার খোদা সম্পর্কে কখনও হতাশ হয় না। এটা কাফেরদের স্বভাব যে তারা খোদা তা'লার বিষয়ে হতাশ হয়ে যায়। আমাদের খোদা হচ্ছেন সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান খোদা। কুরআন করীমের অনুবাদও পড়ো আর নামাযকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আদায় করো আর তার (নামাযের) প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করো। আর নিজ ভাষাতেও দোয়া করো। কুরআন করীমকে কোন (বাহ্যিক) সাধারণ পুস্তক হিসেবে পাঠ করবে না বরং সেটিকে খোদা তা'লার ঐশীবাণী হিসেবে পাঠ করো"।

সুতরাং এগুলো সেসব বিষয় যেগুলোর ওপর একজন মু'মিনের আমল করা উচিত। আর যখন আমরা এভাবে আমল করব তখন আমরা আল্লাহ তা'লার কৃপায় কুরআনের শিক্ষা থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারবো। নিজেদের জীবন গড়তে পারবো। নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনও সঠিকভাবে গড়তে পারবো। আর যখন এমনটি ঘটবে তখনই আমরা সেই উদ্দেশ্য অর্জনকারী বলে সাব্যস্ত হব যা আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর আমাদের জীবন সফল হবে আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সফলতার সাথে জীবন অতিবাহিত করবে।

আর রমযানের এই দিনগুলোতে যখন আমরা বিশেষভাবে কুরআনের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি তাই পাশাপাশি এই প্রতিজ্ঞাও করুন যে, আমরা এই মনোযোগ অব্যাহত রাখব। আর সবসময় কুরআন করীম পড়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিব। এর ওপর আমল করার ক্ষেত্রেও বিশেষ দৃষ্টি দিব এবং নিজেদের সন্তানদেরকে (কুরআন) পড়তে উপদেশ দিব। এমন যেন না হয় যে একবার আমিন পড়ানোর পর কাজ শেষ হয়ে যাবে। না, বরং এখন (কুরআন শিখার পর) করআন করীম আমাদের জন্য এমন একটি পুস্তক যা আমাদের হেদায়াতের মাধ্যম। আর আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আর তাকওয়ার পথে পরিচালিত করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গীন জীবনব্যবস্থা। আর যখন এমনটি ঘটবে তখন আমাদের জীবন সব সময় সফল হবে।

আল্লাহ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন যাতে এই রমযান মাসে যখনই এর (কুরআন) তেলাওয়াত করি তখন তা বোঝারও চেষ্টা করি। আর এর ওপর আমল করার প্রতিজ্ঞা করি। আর ভবিষ্যতেও এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে থাকি এবং সারা বছর এটিকে (কুরআন) নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করি।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)